# মানোন্নয়ন সিলেবাস

**ত্রৈমাসিক মানোন্নয়ন পরীক্ষার তারিখ সমূহ**

(১) .... জানুয়ারী **১ম** শুক্রবার

(২) .... এপ্রিল **১ম** শুক্রবার

(৩) .... জুলাই **১ম** শুক্রবার

(৪) .... অক্টোবর **১ম** শুক্রবার

**আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**

**মানোন্নয়ন সিলেবাস**

**আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**

**প্রকাশক**

কেন্দ্রীয় কমিটি

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ

নওদাপাড়া (আমচত্বর),

বিমান বন্দর রোড,পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫

মোবাইল : ০১৭৮৬-৯৩৯৪৫৮

**المقرر الدراسى لترقية الدرجة لأركان الجمعية**

**(جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش)**

**الناشر : المجلس المركزى للجمعية**

**المقر الرئيسى : دار الإمارة لأهل الحديث**

**نوداپارا، راجشاهى، بنغلاديش**

**প্রকাশকাল**

২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২৩

**মুদ্রণে**

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

**হাদিয়া**

২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

---

**Manonnoyon Syllabus** (Syllabus to Upgrade the workers) **:** Published by the Central committee of AHLE HADEETH ANDOLON BANGLADESH. Head office : Darul Imarat Ahle Hadeeth, Nawdapara (Aam chattar), Airport road, P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. 0721-760525. Mob : 01786-939458. E-mail : ahlehadeethandolon@gmail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْـــدَه والصَّـــلاةُ والسَّـــلامُ عَلٰى مَن لاَّ نَبِـــيَّ بَعدَه،

وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْـــبِهِ ومَنْ تَبِـــعَهُمْ بِإِحْـــسانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ :

# প্রাথমিক সদস্য/সদস্যাদের জন্য মানোন্নয়ন পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষার পূর্ণ মান ৮০; উত্তীর্ণ মান ৪০

মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ মান ২০; উত্তীর্ণ মান ১০

---

**বিষয়** **পৃষ্ঠা**


**(১)** সূরা আছর ও তাকাছুর (বছরের ১ম দু'টি পরীক্ষার জন্য); ৫, ৬

সূরা কাফিরূন ও ইখলাছ (বছরের শেষ দু'টি পরীক্ষার জন্য)। ৮, ১১

**(২)** সাতটি হাদীছ অনুবাদ সহ। ২২

**(৩)** আক্বীদা ('প্রাথমিক সদস্য' সিলেবাস-এর আক্বীদা অনুচ্ছেদ)। ২৭

**(৪)** গঠনতন্ত্র (প্রকাশকাল ২০১৭)।

**(৫)** কর্মপদ্ধতি (৪র্থ প্রকাশ ২০১৯)।

**(৬)** আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?

**(৭)** আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন (৬ষ্ঠ সংস্করণ) বই-এর নির্বাচিত অংশ : ৫-১৩ পৃ., ৪০-৫৩ পৃ., ৫৫-৬২ পৃ. সর্বমোট = ৩১ পৃ.।

[লিখিত পরীক্ষার জন্য ২টি প্রশ্ন আবশ্যিক]

**(৮)** আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ (সবক-২, মাখরাজ সমূহ)

[মৌখিক-এর জন্য যেকোন ১টি মাখরাজ আবশ্যিক]

# সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের জন্য মানোন্নয়ন পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষার পূর্ণ মান ৮০; উত্তীর্ণ মান ৪০
মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ মান ২০; উত্তীর্ণ মান ১০

---

**বিষয়** **পৃষ্ঠা**


**১.** সূরা হুজুরাত অনুবাদ সহ (বছরের ১ম দু'টি পরীক্ষার জন্য); ১৩
সূরা ছফ অনুবাদ সহ (বছরের শেষ দু'টি পরীক্ষার জন্য)। ১৮

**২.** দশটি হাদীছ অনুবাদ সহ। ২৪

**৩.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ বই (১ম ঈমানে মুফাছছাল সহ ১৯টি আক্বীদার শিরোনাম সমূহ)।

**৪.** ইহতিসাব।

**৫.** ফিরক্বা নাজিয়াহ *(৩য় সংস্করণ)*।

**৬.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি *(২য় সংস্করণ)*।

**৭.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী *(২য় সংস্করণ)*।

**৮.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন (৩য় প্রকাশ) বই (১৬৮ পৃ.)-এর নির্বাচিত অংশ : প্রথম ভাগ- ১০-১৩ পৃ., ১৯-৩৩ পৃ., ৪৯-৫৮ পৃ.। দ্বিতীয় ভাগ- ৫৯-৬১ পৃ., ৬৯-১২০ পৃ., ১২৪-১৪৭ পৃ., ১৫২-১৫৬ পৃ., ১৬০ পৃ.; সর্বমোট = ১১৪ পৃ.।

**৯.** থিসিস (৫৩৮ পৃ.)-এর নির্বাচিত অংশ : [লিখিত পরীক্ষার জন্য ২টি প্রশ্ন আবশ্যিক]

(১) অধ্যায়-৪ : আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ৮৩-৯৪ পৃ.

(২) অধ্যায়-৮ : (ঘ) অবক্ষয় যুগে আন্দোলনের কেন্দ্র সমূহ- ২৩৩-২৪০ পৃ.

(৩) অধ্যায়-৯ : (গ) আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও পরবর্তী যুগ- ২৮৮-৩১৫ পৃ.
(ঘ) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী- ৩২০-৩৩৮ পৃ.
(ঙ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী- ৩৪৪-৩৫৮ পৃ.
(চ) সাংগঠনিক যুগ- ৩৬৮-৩৯৫ পৃ.।

(৪) অধ্যায়-১০ : বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন- ৪০৩-৪৭৮ পৃ.
সর্বমোট = ১৮৬ পৃ.।

## (১) সূরা আছর (কাল)

সূরা শরহ ৯৪/মাক্কী-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৩, পারা ৩০, আয়াত ৩, শব্দ ১৪, বর্ণ ৭০।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

١- وَالْعَصْرِ-

**(১)** কালের শপথ!

٢- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ-

**(২)** নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

٣- اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

**(৩)** তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে।

**বিষয়বস্তু :**

কালের শপথ করে আল্লাহ বলছেন, সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত। ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর। এখানে কালের শপথ এজন্য করা হয়েছে যে, কালই সকল কিছুর সাক্ষী।

**গুরুত্ব :**

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন হিছ্ন *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)* বলেন, রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর ছাহাবীগণের মধ্যে এমন দু'জন ছাহাবী ছিলেন, যারা মিলিত হ'লে একে অপরকে সূরা আছর না শুনিয়ে পৃথক হ'তেন না' *(ছহীহাহ হা/২৬৪৮)*।

(২) ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ-শাফেঈ *(রাহেমাহুল্লাহ)* বলেন, لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّوْرَةَ لَوَسِعَتْهُمْ– 'যদি মানুষ এই সূরাটি গবেষণা করত, তাহ'লে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হ'ত' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

# (২) সূরা তাকাছুর

## (অধিক পাওয়ার আকাংখা)

সূরা কাওছার ১০৯/মাক্কী-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০২, পারা ৩০, আয়াত ৮, শব্দ ২৮, বর্ণ ১২২।

**بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

**١– أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ–**

**(১)** অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে,

**٢– حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ–**

**(২)** যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও।

**٣– كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ–**

**(৩)** কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে।

**٤– ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ–**

**(৪)** অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে।

**٥– كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ–**

**(৫)** কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহ'লে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হ'তে না)।

٦- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ-

**(৬)** তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

٧- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ-

**(৭)** অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে।

٨- ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ-

**(৮)** অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

**বিষয়বস্তু :**

প্রাচুর্যের লোভ মানুষকে আখেরাত ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু না, তাকে দুনিয়া ছাড়তেই হবে এবং আখেরাতে পাড়ি দিতেই হবে (১-৫ আয়াত)। অতঃপর মানুষ সেখানে তার দুনিয়াবী নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং যথাযথ ফলাফল পাবে (৬-৮ আয়াত)।

**গুরুত্ব :**

হযরত আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর (রাঃ) বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ : يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ مَالِيْ مَالِيْ، قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি সূরা তাকাছুর পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, বনু আদম বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার মাল কি কেবল অতটুকু নয়, যতটুকু তুমি ভক্ষণ করলে ও শেষ করলে। অথবা পরিধান করলে ও জীর্ণ করলে, অথবা ছাদাক্বা করলে ও তা সঞ্চয় করলে'? *(মুসলিম হা/২৯৫৮; মিশকাত হা/৫১৬৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

# (৩) সূরা কাফেরূন

## (ইসলামে অবিশ্বাসীগণ)

সূরা মা'ঊন ১০৭/মাক্কী-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ১০৯, আয়াত ৬, শব্দ ২৭, বর্ণ ৯৫।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

١. قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ–

(১) তুমি বল! হে অবিশ্বাসীগণ!

٢. لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ–

(২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর।

٣. وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ–

(৩) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি।

٤. وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ–

(৪) আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর।

٥. وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ–

(৫) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি।

٦. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ–

(৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

**বিষয়বস্তু :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে কাফের সম্প্রদায়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না (*১-৫ আয়াত*)। সর্বশেষ ৬ আয়াতে শিরকের সাথে পরিষ্কারভাবে

বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।

**গুরুত্ব :**

ইবনু কাছীর বলেন, هَذِهِ السُّورَةُ سُورَةُ الْبَرَآءَةِ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ، وَهِيَ آمِرَةٌ بِالْإِخْلَاصِ فِيهِ، 'এ সূরাটি হ'ল মুশরিকরা যে সকল কাজ করে তা থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণাকারী এবং আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠতার আদেশ দানকারী সূরা' *(ইবনু কাছীর)*।

সূরাটির অন্য নাম হ'ল 'মুনাবিযাহ' (الْمُنَابِذَةُ) 'শিরক নিক্ষেপকারী'। 'মুক্বাশক্বিশাহ' (الْمُقَشْقِشَةُ) 'ময়লা ছাফকারী'। 'ইখলাছ' (الْإِخْلَاصُ) 'বিশুদ্ধ করা' *(তাফসীর রাযী)*। যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করে, সে যেন এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করে। বিদ্বানগণ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআনের মধ্যে আদেশ ও নিষেধসমূহ (مَأْمُورَاتٌ وَمُنْهَيَاتٌ) রয়েছে। প্রত্যেকটিই হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত (يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ)। বর্তমান সূরাটি 'হৃদয়' অর্থাৎ তৃতীয় প্রকারের সাথে জড়িত। যার উপরে ইবাদত ভিত্তিশীল। যার জন্যই জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সূরাটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের গুরুত্ব বহন করে *(তাফসীর ইবনু জারীর-হাশিয়া; নিশাপুরী)*।

(১) আনাস ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধাংশের, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের ও সূরা কাফেরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান'।[১]

(২) সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাছ হ'ল শিরক মুক্তির সূরা। সূরা দু'টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি সূরা প্রায় সর্বদা ফজর ও

১. তিরমিযী হা/২৮৯৪, মিশকাত হা/২১৫৬; ছহীহাহ হা/৫৮৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৬।

মাগরিবের এবং ত্বাওয়াফের দু'রাক'আত সুন্নাতে পাঠ করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের দু'রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করেন।[২]

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বাওয়াফের দু'রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ পাঠ করেন'।[৩]

(৪) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতরের ১ম রাক'আতে সূরা আ'লা, ২য় রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও ৩য় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। ঐসাথে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করতেন'।[৪]

(৫) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, رَمَقْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـــ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلَ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ফজরের পূর্বের দু'রাক'আতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ ২৪ দিন বা ২৫ দিন যাবত পাঠ করতে দেখেছি'।[৫]

(৬) ফারওয়া বিন নওফেল স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, নিদ্রাকালে কি বলব তা আমাকে শিক্ষা দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি নিদ্রাকালে সূরা কাফেরূন পাঠ কর। কেননা এটি হ'ল শিরক হ'তে মুক্তি ঘোষণার সূরা (فَإِنَّهَا بَرَآءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ)।[৬]

---

২. মুসলিম হা/৭২৬; মিশকাত হা/৮৪২ 'ছালাত' অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ।
৩. মুসলিম হা/১২১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়, 'নবী (ছাঃ)-এর হজ্জ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৫৫৫।
৪. তিরমিযী হা/৪৬৩; নাসাঈ হা/১৬৯৯; আবুদাঊদ হা/১৪২৪; মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২ 'বিতর' অনুচ্ছেদ।
৫. আহমাদ হা/৫৬৯৯, সনদ ছহীহ-আরনাঊত্ব।
৬. তিরমিযী হা/৩৪০৩; আবুদাঊদ হা/৫০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৫৮; মিশকাত হা/২১৬১।

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَشَدُّ غَيْظًا لِإِبْلِيسَ مِنْهَا، لِأَنَّهَا تَوْحِيدٌ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ– 'কুরআনে এই সূরাটির চাইতে ইবলীসের জন্য অধিক ক্রোধ উদ্দীপক সূরা আর নেই। কেননা এটি তাওহীদের এবং শিরক মুক্তির সূরা' *(কুরতুবী)*।

(৮) আছমা'ঈ বলেন, সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ হ'ল শুকনা ঘায়ের খোসা ছাফকারী (الْمُقَشْقِشَتَانِ)। কেননা এ দু'টি সূরা (لِأَنَّهُمَا تُبَرِّئَانِ مِنَ النِّفَاقِ) তার পাঠককে কপটতা হ'তে মুক্ত করে' *(কুরতুবী)*। যদি সঠিক অনুধাবনের সাথে পাঠ করা হয়।

## (৪) সূরা ইখলাছ (বিশুদ্ধ করণ)

মদীনায় অবতীর্ণ।

সূরা ১১২, আয়াত ৪, শব্দ ১৫, বর্ণ ৪৭।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

**١. قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ–**

(১) বল, তিনি আল্লাহ এক

**٢. اللهُ الصَّمَدُ–**

(২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

**٣. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ–**

(৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন

**٤. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ–**

(৪) তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

**বিষয়বস্তু :**

আল্লাহ স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে একক ও অনন্য এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই- সেকথাই আলোচিত হয়েছে সূরাটিতে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। অতএব তাঁর নিজস্ব আকার আছে যা তাঁর উপযোগী। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে উন্নীত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত।

**গুরুত্ব :**

পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরা ইখলাছে 'তাওহীদ' পূর্ণভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, সূরাটি তিনবার পাঠ করলেই পুরা কুরআন পাঠ করা হয়ে গেল বা তার সমান নেকী পাওয়া গেল। এই সূরা যে ব্যক্তি বুঝে পাঠ করে, তার হৃদয় আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী বিষয়ে শিরকী চিন্তাধারা থেকে খালেছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ কারণেই এ সূরার নাম 'ইখলাছ' বা শুদ্ধিকরণ রাখা হয়েছে এবং এ কারণে এ সূরার গুরুত্ব সর্বাধিক।

**ফায়েদা :**

এদেশে সূরা কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস চারটি সূরাকে 'চার কুল' বলে বিদ'আতী কাজে ব্যবহার করা হয়, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন মাইয়েতের দাফনের সময় সূরা ফাতিহা, ক্বদর, কাফিরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা বিশেষভাবে পাঠ করা; সূরা কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই চারটি 'কুল' সূরার প্রতিটি ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া। যাকে এদেশে 'কুলখানী' বলা হয়। এগুলি ধর্মের নামে চালু হয়েছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

# (৫) সূরা হুজুরাত (কক্ষসমূহ)

সূরা মুজাদালাহ ৫৮/মাদানী-এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ।

সূরা ৪৯, পারা ২৬, রুকূ ২, আয়াত ১৮, শব্দ ৩৫৩, বর্ণ ১৪৯৩।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

**(১) يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ–**

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়োনা। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

**(২) يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ–**

(২) হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেভাবে উঁচু স্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা জানতে পারবে না।

**(৩) إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، أُولَئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوَى، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ–**

(৩) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট তাদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে তাক্বওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

(٤) إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ–

(৪) যারা কক্ষসমূহের পিছন থেকে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশ নির্বোধ।

(٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ–

(৫) যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত যতক্ষণ না তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আস, তাহ'লে সেটাই তাদের জন্য উত্তম হ'ত। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(٦) يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ–

(৬) হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও।

(٧) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ–

(৭) তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন। যদি তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন, তাহ'লে তোমরাই কষ্টে পতিত হবে। বরং আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। বস্তুতঃ এরাই হ'ল সুপথ প্রাপ্ত।

(٨) فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ–

(৮) এটা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

(٩) وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْٓءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ، فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ–

(৯) যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে লড়াই করে, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।

(١٠) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ–

(১০) মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

(١١) يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ، وَلاَ نِسَآءٌ مِّنْ نِسَآءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ، وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ–

(১১) হে মুমিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন অপর নারীদের উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে

উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেকী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী।

**(١٢) يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-**

(১২) হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

**(١٣) يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-**

(১৩) হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত।

**(١٤) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ قُولُوْآ أَسْلَمْنَا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ، وَإِنْ تُطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-**

(১৪) মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বল আমরা মুসলিম হয়েছি। এখনও তোমাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। বস্তুতঃ যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, তাতে তোমাদের কর্মফলে কোন কমতি করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(١٥) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ–

(১৫) তারা ব্যতীত মুমিন নয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে। তারাই হ'ল (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।

(١٦) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ؟ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ–

(১৬) বল, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করতে চাও? অথচ আল্লাহ সবই জানেন যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।

(١٧) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ، بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ–

(১৭) তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে তোমাকে ধন্য করতে চায়। বল, তোমরা মুসলিম হয়ে আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে করো না। বরং তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক।

(١٨) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

(১৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানেন। আর তোমরা যা কর সবই আল্লাহ দেখেন।

# (৬) সূরা ছফ (সারি)

সূরা তাগাবুন ৬৪/মাদানী-এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ।

সূরা ৬১; পারা ২৮; আয়াত ১৪; শব্দ ২২৬; বর্ণ ৯৩৬।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

**১– سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–**

**(১)** নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

**২– يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ–**

**(২)** হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা করো না?

**৩– كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ–**

**(৩)** আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় হ'ল এই যে, তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা করো না?

**٤– إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ–**

**(৪)** নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়।

**৫– وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوْا أَزَاغَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ، وَاللهُ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ–**

**(৫)** আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

٦- وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ إِنِّيْ رَسُــوْلُ اللهِ إِلَــيْكُمْ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّــرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْــدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هَذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ-

(৬) আর স্মরণ কর, যখন মারিয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিল, হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্বের কিতাব তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম 'আহমাদ'। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটি প্রকাশ্য জাদু।

٧- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْــلَامِ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

(৭) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

٨- يُرِيْدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

(৮) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে।

٩- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

(৯) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও অংশীবাদীরা এটা অপসন্দ করে।

**১০- يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ-**

**(১০)** হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে?

**১১- تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-**

**(১১)** তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

**১২- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-**

**(১২)** তাহ'লে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং প্রবেশ করাবেন 'আদন' নামক জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ সমূহে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা।

**১৩- وَأُخْرَى تُحِبُّوْنَهَا، نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-**

**(১৩)** তিনি আরও অনুগ্রহ দান করবেন যা তোমরা পসন্দ কর। (আর তা হ'ল) আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

**১৪- يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارَ اللهِ، كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنْصَارِيْٓ إِلَى اللهِ، قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ، فَآمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ-**

**(১৪)** হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-পুত্র ঈসা তার শিষ্যদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্যকারী? শিষ্যরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্র পথে (আপনার) সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং আরেকদল অবিশ্বাস করল। তখন আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হ'ল।

**বিষয়বস্তু :**

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু আল্লাহ্র গুণগান করে। অতএব মানুষের উচিৎ সর্বদা আল্লাহ্র প্রশংসা করা। (২) কথা ও কর্ম সর্বদা এক হওয়া উচিৎ। কেননা দ্বিমুখী চরিত্রের লোকদের প্রতি আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ হন। (৩) আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। (৪) ইহূদী-নাছারা, কাফির-মুশরিক ও তাদের অনুসারীরাই আল্লাহ্র পথে লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় বাধা। তারা ইসলামের জ্যোতিকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। (৫) ইসলাম সর্বদা বিজয়ী ধর্ম এবং তা বিজয়ী হবার জন্যই এসেছে। (৬) আল্লাহ্র পথে জিহাদই জাহান্নাম থেকে বাঁচার একমাত্র পথ। (৭) প্রকৃত মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারী থাকতে হবে। তাহ'লেই কেবল তারা দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হবে।

**গুরুত্ব :**

ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)* বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর একদল ছাহাবী বসে আলোচনা করছিলাম, যদি আমরা জানতে পারতাম, কোন্ আমলটি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা সেই আমলটি করতাম। তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন *(আহমাদ হা/২৩৮৪০)*। মুজাহিদ বলেন, ঐ মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৪র্থ আয়াতটি শুনে বললেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে দৃঢ় থাকব, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করি *(ইবনু কাছীর)*। অতঃপর তিনি ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫১২ পৃ.)*।

# সাতটি হাদীছ (প্রাথমিকদের জন্য)

**١. عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيعُوْا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–**

**(১)** হযরত উম্মুল হুছাইন *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-কে বলতে শুনেছি, 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ'লে তোমরা তার কথা শোন ও আনুগত্য কর' *(মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)*।

**٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–**

**(২)** হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)* হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিল, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার মুক্তির পক্ষে কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলী হালতে অর্থাৎ পথভ্রষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪; ফাৎহুল বারী হা/৭০৫৩-এর ব্যাখ্যা 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, ১৩/৭ পৃ.)*।

**٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ–**

**(৩)** হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)* বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(নাসাঈ হা/৪০২০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮)*।

**٤. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ والفُرْقَةُ عَذابٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ–**

**(৪)** হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭)*।

**٥. عَنْ أَبِى بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ–**

**(৫)** হযরত আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হারাম খাদ্যে পুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*।

**٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ–**

**(৬)** হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর লা'নত করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

**٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ–**

**(৭)** হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৮১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৬৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৫৩০)*।

# দশটি হাদীছ (সাধারণদের জন্য)

**١. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–**

**(১)** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ' *(মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

**٢. عن أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ–**

**(২)** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন' *(বুখারী হা/৫৬৪৫; মিশকাত হা/১৫৩৬)*।

**٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–**

**(৩)** হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় সৎকর্ম হ'ল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়' *(বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২)*।

**٤. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–**

**(৪)** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সম্পদের ধনী প্রকৃত ধনী নয়; বরং হৃদয়ের ধনীই প্রকৃত ধনী' *(বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; মিশকাত হা/৫১৭০)*।

**٥. عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ–**

**(৫)** হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই শিরক হ'তে বেঁচে থাক। কেননা তা পিঁপড়ার চলার শব্দের চাইতেও সূক্ষ্ম' *(আহমাদ হা/১৯৬২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৬)*। এখানে 'রিয়া'কে শিরক বলা হয়েছে *(ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ১/১৪৬ পৃ.)*।

**٦. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ–**

**(৬)** হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রূযী দিবেন যেমনভাবে পক্ষীকুলকে দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে (বাসায়) ফেরে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯)*।

**٧. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–**

**(৭)** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তার জন্য ঐ পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যে পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে তাকে

অনুসরণকারীদের। এতে অনুসরণকারীদের ছওয়াবে আদৌ কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে মানুষকে আহ্বান করে, তার উপরে ঐ পরিমাণ পাপ বর্তাবে, যে পরিমাণ পাপ তাকে অনুসরণকারীদের হবে। এতে অনুসরণকারীদের পাপ থেকে আদৌ হ্রাস করা হবে না' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*।

**٨. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ–**

**(৮)** হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব কমই উপদেশ দিতেন যেখানে তিনি এ কথাগুলি বলতেন না যে, 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীনদারী নেই যার ওয়াদার ঠিক নেই' *(বায়হাক্বী শো'আব হা/৪০৪৫; আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫ (মিরক্বাত); ছহীহুল জামে' হা/৭১৭৯)*।

**٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–**

**(৯)** হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন সূদখোর, সূদ দাতা, সূদের হিসাব লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়কে এবং তিনি বলেছেন, অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সবাই সমান' *(মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭)*।

**١٠. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–**

**(১০)** হযরত ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবেই থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*।

# আক্বীদা (العَقيدةُ)

**১. মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি ছয়টি।** যাকে **ঈমানে মুফাছ্ছাল** বা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়। যথা:

***আ-মানতু বিল্লা-হি, ওয়া মালা-ইকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুসুলিহী, ওয়াল ইয়াওমিল আ-খেরে, ওয়াল ক্বাদরে খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা'আলা।***

**অনুবাদ:** আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে।

**২. ঈমানে মুজমাল বা 'বিশ্বাসের সারকথা' হ'ল নিম্নরূপ :**

***আ-মানতু বিল্লা-হি কামা হুয়া, বি আসমা-ইহী ওয়া ছিফা-তিহী, ওয়া ক্বাবিলতু জামী'আ আহকা-মিহী ওয়া আরকা-নিহী।***

**অনুবাদ:** আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে।

**৩. ঈমানের অর্থ ও সংজ্ঞা :** 'ঈমান' অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, যা ভীতির বিপরীত। সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়।

**সংজ্ঞা:** পারিভাষিক অর্থে 'ঈমান' হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না।

**ব্যাখ্যা:** খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা

গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন'। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক বা গোনাহগার মুমিন। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে।

**৪. তাওহীদ** : উপাস্য হিসাবে আল্লাহ্র নির্ভেজাল একত্ববাদকে 'তাওহীদ' বলা হয়; যা তিন প্রকার :-

(১) **তাওহীদুর রুবূবিয়াহ**। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব। সে যুগের আবু জাহ্ল সহ সকল যুগের মুশরিকরা এই তাওহীদকে স্বীকার করে। কিন্তু আল্লাহ্র বিধান মানতে অস্বীকার করে। ফলে কেবল আল্লাহকে স্বীকার করার কারণে কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারে না।

(২) **তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত**। অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব। মূল সত্তাগত নাম 'আল্লাহ'। যে নাম কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্র শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে 'আল-আসমাউল হুস্না' ('আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ') বলা হয়। আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী হ'ল সনাতন। যা বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই প্রকাশ্য অর্থে তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। কোন প্রকার রূপক ও গৌণ অর্থ করা যাবে না বা তাঁকে অন্যের সদৃশ কল্পনা করা যাবে না। আল্লাহ নিরাকার বা নির্গুণ সত্তা নন। তাঁর নিজস্ব আকার আছে, যা তাঁর উপযোগী। যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাঁকে তাঁর নিজস্ব আকারে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্পষ্ট দেখবে। আর সেটাই হবে মুমিনের সবচাইতে আনন্দঘন মুহূর্ত *(বুঃ মুঃ)*। কিন্তু অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসী কাফির-মুনাফিকরা সেদিন তাদের অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহকে দেখতে পাবে না *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।

(৩) **তাওহীদুল ইবাদাহ বা উলূহিয়াহ**। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদত ও দাসত্বের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা। আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা ও ভীতিসহ চরম প্রণতি পেশ করাকে 'ইবাদত' বলা হয়। যার অর্থ, বিশ্বাস ও কর্মজগতের সর্বত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র এজন্য যে, তারা আমার দাসত্ব করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অন্যেরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিলেও তাঁর বিধান মানতে অস্বীকার করে। বস্তুতঃ তাওহীদে ইবাদত না থাকলে কেউ প্রকৃত 'মুসলিম' হ'তে পারে না। অথচ জিন ও ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অবশ্যই 'মুসলিম' না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

❖ 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ 'ইক্বামতে তাওহীদ'। অর্থাৎ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আর 'তাওহীদ' বলতে 'তাওহীদে ইবাদত'-কে বুঝানো হয়। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমেই কেবল 'তাওহীদে ইবাদত' প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নবীগণ সর্বদা সেকাজই করে গিয়েছেন।

**৫. শিরক :** আভিধানিক অর্থ 'অংশ'। সেখান থেকে বাবে ইফ'আল-এর মাছদার 'ইশরাক' অর্থ 'শরীক করা'। পারিভাষিক অর্থ 'আল্লাহ্র সত্তা বা গুণাবলীর সাথে অন্যের সত্তা ও গুণাবলীকে শরীক করা'। 'মুশরিক' অর্থ 'অংশীবাদী'। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক সাব্যস্তকারী।

কাফির ও মুশরিক-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফির আল্লাহকে জেনেও তা গোপন করে ও অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে মুশরিক আল্লাহকে স্বীকার করে ও তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।

**শিরক-এর প্রকারভেদ :** প্রথমতঃ দুই প্রকার **(১)** 'শিরকে আছগর' বা ছোট শিরক। যা হ'ল 'রিয়া' ও 'শ্রুতি' অর্থাৎ লোক দেখানো সৎকর্ম। এটি সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ। যা বড় শিরকের এক দর্জা নীচে। এই শিরক থাকলে কোন ইবাদত কবুল হয়না *(কাহ্ফ ১৮/১১০)*। **(২)** 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরক। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। আল্লাহ মুশরিকের জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। তাওহীদের বিপরীত হ'ল শিরক। তাওহীদ ও শিরকের মধ্যেকার সম্পর্ক যেমন ওযূ ও

বায়ু নিঃসরণের মধ্যেকার সম্পর্ক। দু'টি কখনোই একত্রে থাকতে পারে না। হয় শিরক থাকবে, নয় তাওহীদ থাকবে।

**বড় শিরক পাঁচ প্রকার :** (১) জ্ঞানগত শিরক (২) ব্যবহারগত শিরক (৩) ইবাদতে শিরক (৪) অভ্যাসগত শিরক (৫) ভালবাসায় শিরক।

(১) **জ্ঞানগত শিরক :** অর্থ, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা, বিপদাপদে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নামে যিকর করা বা ধ্যান করা, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য অন্য কিছুকে অসীলা গণ্য করা প্রভৃতি।

(২) **ব্যবহারগত শিরক :** অর্থ, সৃষ্টির পরিকল্পনায় ও সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় এবং বিধান রচনায় অন্যকে শরীক করা।

(৩) **ইবাদতে শিরক :** অর্থ, ইবাদত বা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা, অন্যের নামে যবহ ও মানত করা, অন্যের নিকট প্রার্থনা ও আকাংখা করা, অন্যকে ভয় করা, যে আনুগত্য ও সম্মান আল্লাহকে দিতে হয় সেই আনুগত্য ও সম্মান অন্যের প্রতি প্রদর্শন করা, ছবি-মূর্তি ও কবরপূজা-স্থানপূজা ইত্যাদি। পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীনতম শিরক হ'ল মূর্তিপূজা।

(৪) **অভ্যাসগত শিরক :** অর্থ, অভ্যাস বশতঃ শিরকী কথা উচ্চারণ করা বা শিরকী কাজ করা। যেমন হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা। রেওয়াজের দোহাই দিয়ে অনৈসলামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা। মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য, ছবি-প্রতিকৃতি, 'শিখা অনির্বাণ' ও 'শিখা চিরন্তন' প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা ইত্যাদি।

(৫) **ভালবাসায় শিরক :** অর্থ, আল্লাহ্র ভালবাসার ঊর্ধে বান্দার ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঊর্ধে কোন ইমাম, মুফতী, পীর-আউলিয়া বা শাসকের আদেশ-নিষেধ সমূহকে অধিক ভালোবাসা ও তদনুযায়ী আমল করা।

৬. **সুন্নাত :** অর্থ 'দাগ বা রীতি'। পারিভাষিক অর্থ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেসকল ধর্মীয় কাজ নিয়মিত করেছেন, তাকে 'সুন্নাহ' বলে'। প্রচলিত অর্থে 'সুন্নাহ' বলতে 'সুন্নাতে নববী' তথা নবীর সুন্নাতকে বুঝানো হয়।

**হাদীছ** অর্থ 'বাণী'। পারিভাষিক অর্থে 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর শরী'আত বিষয়ক কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতির বর্ণনাকে 'হাদীছ' বলা হয়'। আল্লাহ্র বাণী 'কুরআন' ও রাসূলের বাণী 'হাদীছ' উভয়কে 'হাদীছ' বলা হয়। কুরআন ও হাদীছ দু'টিই আল্লাহ্র অহি। 'কুরআন' অহিয়ে মাতলু, যা তেলাওয়াত করা হয় এবং 'হাদীছ' অহিয়ে গায়ের মাতলু, যা তেলাওয়াত করা হয় না।

হাদীছ ও সুন্নাহ্র মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। কারণ হাদীছ যখন কর্মে বাস্তবায়িত হয়, তখন তা সুন্নাতে রূপ লাভ করে। সেকারণ আহলুল হাদীছ ও আহলুল সুন্নাহ বাস্তবে একই অর্থ প্রকাশ করে।

**৭. বিদ'আত :** অর্থ 'নতুন সৃষ্টি' যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। শারঈ অর্থে 'আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরী'আতের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়'। আভিধানিক অর্থে 'বিদ'আত' কথাটি ভাল ও মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হলেও শারঈ পরিভাষায় এটি সাধারণতঃ মন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কেননা শরী'আত সম্পূর্ণটাই হেদায়াত। পক্ষান্তরে বিদ'আত সম্পূর্ণটাই ভ্রষ্টতা। অতএব শারঈ বিদ'আতের মধ্যে বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সাইয়েআহ তথা ভাল ও মন্দ বিদ'আত বলে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নেই। বরং শারঈ বিদ'আতের সবটাই মন্দ ও প্রত্যাখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'। প্রচলিত অর্থে সুন্নাতের বিপরীতকে বিদ'আত বলা হয়।

অনেকে বৈষয়িক আবিষ্কার এবং ধর্মীয় বিদ'আতকে একত্রে গুলিয়ে ফেলেন, যা নিতান্ত অন্যায়। অনেকে এগুলিকে অজুহাত করে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত-শবেমে'রাজ, কুলখানি-কুরআনখানি, চেহলাম, হালক্বায়ে যিকর ইত্যাদি রকমারি ধর্মীয় বিদ'আতকে বৈধ করে নিতে চান। যেটা আরও মারাত্মক অন্যায়।

**৮. ইত্তেবা ও তাক্বলীদ :**

**'ইত্তেবা'** অর্থ 'পদাংক অনুসরণ করা'। পারিভাষিক অর্থ 'ইত্তেবায়ে সুন্নাহ তথা সুন্নাতের অনুসরণ করা'। **'তাক্বলীদ'** অর্থ 'গলায় রশি বাঁধা'। পারিভাষিক অর্থ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা বিনা দলীলে মেনে নেওয়া'। অন্য অর্থে 'ইত্তেবা' হ'ল, قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ دَلِيْلٍ

'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া'। আর 'তাক্বলীদ' হ'ল, قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা বিনা দলীলে মেনে নেওয়া'। এক কথায় তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুসরণ এবং ইত্তেবা হ'ল দলীলের অনুসরণ।

অতএব কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' নয়, বরং তা হ'ল 'ইত্তেবা'। অনুরূপভাবে কোন আলেমের দেওয়া ফৎওয়ার বিপরীতে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া গেলে উক্ত ফৎওয়া পরিত্যাগ করে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগে তাক্বলীদের কোন নাম-গন্ধ ছিল না। বরং তাঁদের দলীলভিত্তিক কথার অনুসরণকে অনেকে 'তাক্বলীদ' বলে ভুল বুঝিয়ে থাকেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল 'তাক্বলীদে শাখ্ছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়।

*****

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّآ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ–

## পরীক্ষার সময়সূচী

সকাল ৯-টা হ'তে ১১-টা

[পরীক্ষা শুরুর ১৫ মি. পূর্বে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হবেন]

প্রাথমিক সদস্য/সদস্যাগণের মৌখিক পরীক্ষা যেলা কর্তৃক নির্ধারিত স্ব স্ব কেন্দ্রে একই তারিখে গ্রহণ করা হবে। মৌখিক পরীক্ষা যেলা কর্তৃক মনোনীত দু'জন পরীক্ষক একত্রে গ্রহণ করবেন।

'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'গণের নির্ধারিত সিলেবাসের উপর মৌখিক পরীক্ষা 'দারুল ইমারতে' হবে। উল্লেখ্য যে, লিখিত পরীক্ষায় পাসের পর মৌখিক পরীক্ষায় পাস করলেই কেবল তিনি উত্তীর্ণ হিসাবে গণ্য হবেন।